RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I, Group -A
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms
Comperative study

২) খেয়াল

১) আবিস্কার

খেয়াল শব্দটি পারসী ভাষা থেকে গ্রহন করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হল কল্পনা করা। আধুনিক সময়ে "যে গানে গায়ক রাগের নিয়ম পালন করে কল্পনাপ্রসূত বা অভ্যাসগত নানা প্রকারের আলাপ, তান, বোলতান, বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার, সরগম ও তালের ব্যবহারে রাগকে সুসজ্জিত করে লোকের মনোরঞ্জন করেন , তাকে খেয়াল বলে"।

প্রাচীন সভ্য সমাজে খেয়াল গানের স্থান খুব উচু ছিলনা। ধ্রুপদগানের সন্মান সমাজে বেশি ছিল। ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে যথাক্রমে আমীর খসরু ও সুলতান হুসেন শর্কী প্রাচীন ভারতের আলীপ্রবন্ধের আন্তর্গত কৈবাড় প্রবন্ধের ভিত্তিতে খেয়াল গানের আবিস্কার করলেও সেই সময় তা বিশেষ লোকপ্রীয় হয়নি। বাদশাহ মুহম্মদ শাহ রঙ্গীলের (১৭১৯ খ্রীঃ - ১৭৪০ খ্রীঃ) দরবারে সদারঙ্গ ও আদারঙ্গ নামে দুজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা শত শত খেয়াল রচনা করে এই রীতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত করেন। গোয়ালিয়রের

হস্‌সু খাঁ, হদ্দু খাঁ ও নত্থু খাঁ খেয়াল গান বিশেষ প্রচার করেন।

২) প্রকৃতি

খেয়াল গান বলতে সাধারণ ভাবে বোঝায় যে গান কল্পনাত্মক এবং যা গায়কের মর্জির উপর নির্ভর করে। ধ্রুপদের মত এতে দৃঢ় বন্ধন নেই। সবরকম বিষয়বস্তুই এই গানে গ্রাহ্য। যথা ভক্তিমুলক, বীররসাত্মক এবং রোমান্টিক। খেয়ালে গাঢ়বন্ধ কাঠিন্য না থাকায় তারল্য ও চটুলতা তার চরিত্র লক্ষণ। খেয়ালের ধর্ম হল তাল বন্ধন থেকে মুক্তি; সুরের রেখায়িত গতির বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ। ধ্রুপদের সাথে খেয়ালের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রাগবিস্তারের ক্ষেত্রে ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে খেয়াল গানের স্বাধীনতা অনেক বেশী। ধ্রুপদের মত শুদ্ধ ভক্তিরস এতে অমিল।

৩) গানের ভাষা

খেয়াল গান মুলত হিন্দী, উর্দু, ও ব্রজভাষায় রচিত। উচ্চকটির কাব্যরস এতে অমিল। সাধারণ ঈশ্বর ভক্তি, নর-নারীর সাধারণ প্রেম, সুখ ও দুঃখের কথা, রাজবন্দনা ইত্যাদি এই গানের বিষয়বস্তু। বিষ্ণুপুরে বাংলা ভাষায়ও বহু খেয়াল রচিত হয়েছে।

৪) গানের ভাগ এবং প্রকার

খেয়াল গানে মাত্র দুটি তুক থাকে - স্থায়ী ও অন্তরা। সঞ্চারী ও আভোগের ব্যবহার এতে নেই। বর্তমানে দুই ধরনের খেয়াল গান প্রচলিত আছে যথা বড় খেয়াল বা বিলম্বিত এবং ছোট খেয়াল বা দ্রুত।

বড় খেয়াল বা বিলম্বিত - ১৫শ শতাব্দীতে জৌনপুরের বাদশাহ সুলতান হুসেন শর্কী কলাবন্তী খেয়াল সৃষ্টি করেন। যা বর্তমানে বিলম্বিত খেয়াল নামে

পরিচিত। এই গান মীড়, গমক, খটকা, তান, বোলতান ইত্যাদি সহকারে একতাল, ঝুমরা, তিলওয়ারা, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। এতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি তুক বা অবয়ব থাকে। এই গান সাধারণত শৃঙ্গার, শান্ত ও করুণ রসে গাওয়া হয়।

ছোট খেয়াল বা দ্রুত - আলাউদ্দীন খল্‌জীর মন্ত্রী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কব্বালী খেয়ালের প্রচলন করেন। এই রীতি বর্তমানে ছোট খেয়াল বা দ্রুত খেয়াল নামে পরিচিত হয়েছে। এই গানের রচনা সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত এবং এর প্রকৃতি ও গতি চঞ্চল। এই গান আলাপ, গমক, খটকা, তান, বোলতান, লয়কারী ইত্যাদি সহকারে একতাল ও ত্রিতালে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। এতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি তুক বা অবয়ব থাকে। সদারঙ্গ ও আদারঙ্গ রচিত অসংখ্য দ্রুত খেয়াল বর্তমানে গায়কগণ গেয়ে থাকেন।

৫) রাগের ব্যবহার

ভারতীয় সঙ্গীতে প্রজোয্য সকল রাগ-রাগিনীতেই খেয়াল গান গাওয়া হয়ে থাকে।

৬) তালের ব্যবহার

এই গানে ত্রিতাল, একতাল, তিলওয়াড়া, ঝুমড়া প্রভৃতি তাল তবলা সঙ্গতে ব্যবহার হয়।

৭) গায়ন রীতি

খেয়াল গান গাইবার ঢং অতি মধুর। গায়কের কল্পনা প্রসূত রাগের বিস্তার (রাগের শাস্ত্রীয় চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে) হল এই গানের বিশেষ বৈশিষ্ঠ।

গায়ক রাগের নিয়ম পালন করে কল্পনাপ্রসুত বা অভ্যাসগত নানা প্রকারের আলাপ, তান, বোলতান, বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার, সরগম ও তালের ব্যবহার দ্বারা সুসজ্জিত করে শ্রোতার মনোরঞ্জন করেন। এই গানে ধ্রুপদের মতো শুধু মীরের তান নয়, দ্রুত লয়ের তানও প্রয়োগ করা হয়। গিটকিরি ইত্যাদি লঘু অলঙ্কার এতে ব্যবহার করা হয়। বিস্তার ও তানে ধ্রুপদের মতো বাট-উপজ হয় না। তার পরিবর্তে বোলতান ও 'আ'-কার তানের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

৮) ঘরাণা

ঘরাণার মূল কথা হচ্ছে গায়ন পদ্ধতির বিশেষ ষ্টাইল। যদিও কোন কোন বিশেষ গানের বাণীকে কোন বিশেষ ঘরের গান বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তথাপি গানের বাণীটাই আসল নয়। সুর তথা রাগ ও তালের প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যই ঘরাণার সৃষ্টি করেছে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গানের ষ্টাইল চলতে থাকে। তা থেকে আবার শাখা সৃষ্টি হয়। প্রধানত দেখা গেছে যে কোন বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে যেমন শিল্পীর বিশেষ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয় তেমনি সেই স্থানের নামানুসারেই ঘরাণার নামকরণ হয়ে থাকে। খেয়ালের ক্ষেত্রে যেমন গোয়ালিয়র ঘরাণা, আগ্রা ঘরাণা, দিল্লী ঘরাণা, উদয়পুর ঘরাণা, অত্রৌলী ঘরাণা, বারাণসী ঘরাণা, জয়পুর ঘরাণা, কিরাণা ঘরাণা, পাঞ্জাব ঘরাণা, অযোধ্যা ঘরাণা, লখ্‌নৌ ঘরাণা, বুন্দি ঘরাণা, বিষ্ণুপুর ঘরাণা প্রভৃতি। শিল্পীর নামাঙ্কিত ঘরাণার মধ্যে তানসেনের সেনী ঘরাণা উল্লেখযোগ্য।

৩) টপ্পা

১) আবিস্কার

'টপ্পা' হিন্দী শব্দ এর অর্থ 'লম্ফ'। অধিকাংশ পন্ডিতের মতে ১৮শ শতাব্দীতে লক্ষ্ণৌর নবাব আসফুদ্দৌলার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কব্বাল গোলাম নবী শোরী ওরফে শোরী মিঞা প্রথমে টপ্পা গান প্রচলন করেন। বেশীরভাগ টপ্পা গানে পাঞ্জাবী ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য অনেকে মনে করেন যে পাঞ্জাবই টপ্পার উৎপত্তি স্থান। অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন কালে পাঞ্জাবে উট-পালকগণ একপ্রকার লোকসঙ্গীত গাইতেন, যাকে পরিমার্জিত করে এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে শোরী মিঞা টপ্পা গানের সৃষ্টি করেন। কোন পন্ডিত মনে করেন যে প্রাচীন বেসরা গীত থেকে টপ্পা সৃষ্টি হয়েছে।

২) প্রকৃতি

টপ্পার প্রকৃতি ক্ষুদ্র। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের অবয়ব ও বিন্যাস এই গানে নেই। এর বিন্যাস-প্রকৃতিও সংক্ষিপ্ত ও সরল। এই গানের শব্দরচনাও সংক্ষিপ্ত। এতে সর্ব্বদা শৃঙ্গার রস থাকে। আর্থাৎ এই গানের বিষয়বস্তু হল মানব-মানবীর প্রেম-বিরহের কাহিনী।

৩) গানের ভাষা

এই গানের ভাষা মুলত পাঞ্জাবী। তবে হিন্দি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় বহু টপ্পা গান রচিত হয়েছে।

৪) গানের ভাগ এবং প্রকার

এই গানে স্থয়ী ও অন্তরা এই দুটি ভাগ থাকে। সঞ্চারী ও আভোগের

ব্যবহার এতে সাধারণত দেখা যায় না। উত্তর ভারতে প্রথমত টপ্পার প্রচলন ছিল না। শুধু পাঞ্জাব প্রদেশেই এই গান গীত হত। শোরী মিঞা এই গানের প্রচলন করেন। বাংলায় শ্রী রামনিধী গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু বাংলা টপ্পার প্রচলন করেন।

৫) রাগের ব্যবহার

সাধারনত সহজ এবং লঘু-ভাবোদ্দীপক রাগগুলি, বিশেষ করে কাফি, ঝিঁঝিঁট, পীলু, বাড়োয়া, ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়।

৬) তালের ব্যবহার

সাধারনত যৎ, একতাল, ত্রিতাল, ঝুমড়া, পাঞ্জাবী ঠেকা, মধ্যমান প্রভৃতি তালে তবলা সঙ্গতে এই গান গাওয়া হয়।

৭) গায়ন রীতি

টপ্পার গায়ন শৈলী খেয়াল বা ধ্রুপদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর গতিও চঞ্চল। টপ্পার তান সাঙ্গীতিক অলঙ্কার ‘জমজমা’ শ্রেণীতে পড়ে। এই তানগুলি কতগুলি টুকরো তানের সমন্বয়ে রচিত হয় এবং খেয়ালের মত না হয়ে একটু পেচানো থাকে। তানের টুকরো অংশগুলি একটু থেমে থেমে গাওয়া হয়। এই তানের কাজ প্রধানত অবরোহন ক্রমিক। তানের ফাঁকে ফাঁকে গানের কথাকে সাজিয়ে ভাবের মায়া সৃষ্টি করা হয়। খেয়ালের মত খটকা, মুর্কী, তান প্রভৃতির বিশেষ ব্যবহার হয়। গানের বন্দীশে আঁড়-কুআঁড় ছন্দ সাবলীল ভাবেই বাঁধা থাকে। তালের যেখানে ঝোঁক, তার আগে বা পরে ঝোঁক ফেলার একটা প্রবনতা সব সময়ই লক্ষ্য করা যায় এই গানে। স্তবকে স্তবকে জড়ানো গিটকারীর বেণী-বন্ধন দ্বারা গানের কথার মালা-গাঁথা, আগাগোড়া তালের কঠিন ছন্দে নান্দনিক রসস্ফুর্তি ঘটানো হল এই গানের বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য।

৮) ঘরাণা

ধ্রুপদ বা খেয়ালের মত টপ্পা গানে কোনো ঘরাণা নেই। তবে দুই ধরনের টপ্পা গান উত্তর ভারতে প্রচলিত রয়েছে। যথা - শোরী মিঞা প্রচলিত পঞ্জাবী টপ্পা এবং নিধুবাবু প্রচলিত বাংলা টপ্পা।

**To be continued in the next set.